গ্রাম আদালত আইন

সহজ পাঠ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর আলোকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রাম আদালত আইন

সহজ পাঠ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর আলোকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রাম আদালত আইনঃ সহজ পাঠ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর আলোকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত

© অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদঃ

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, উপ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সরদার এম আসাদুজ্জামান, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এভিসিবি প্রকল্প
কামরুল হাসান, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, এভিসিবি প্রকল্প
উজ্জল ভট্টাচার্য্য, প্রোগ্রাম সাপোর্ট অফিসার, এভিসিবি প্রকল্প
মহিতোষ রায়, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, এভিসিবি প্রকল্প

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০১৩

U N D P
Empowered lives. Resilient nations.

EUROPEAN COMMISSION

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে চলমান রয়েছে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিকভাবে দেশের ১৪টি জেলায় ৩৫১ টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিরসন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছে।

মুখবন্ধ

দেশের পল্লী এলাকায় স্থানীয়ভাবে মীমাংসাযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকে ফলপ্রসূ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে উক্ত অধ্যাদেশ গ্রাম আদালত আইনে পরিণত হয়। গ্রাম আদালত বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায়, সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করে বিচার শেষ করে, কিন্তু গ্রাম আদালত অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় অপরাধী ও তার অপরাধকে কেন্দ্র করে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। আর গ্রাম আদালত পরিচালিত হয় অপরাধের কারণ, প্রেক্ষাপট ও বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে। গ্রামীণ মানুষ বিশেষ করে নারী, শিশু ও পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর বিচার প্রাপ্তির সুযোগ অধিকতর প্রসারিত করার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্প ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে তৃনমূল পর্যায়ে আরো ব্যাপক জনসাধারণের বিচার প্রাপ্তির সুযোগ তৈরির বিষয়টি।

গ্রাম আদালত আইন সম্পর্কে সহজ পাঠ্য বইয়ের অভাব দূর করার লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে ২০১০ সালে 'গ্রাম আদালতে বিচারঃ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মী ও অপরাপর স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তিতে আইনের সহজ ব্যাখ্যাসহ ২০১২ সালে 'গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ' পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা অনুয়ায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রস্তাবমতে ইতোমধ্যে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন,২০১৩ পাশ হয়েছে।

সর্বশেষ সংশোধনীসহ গ্রাম আদালত আইন-এর বর্তমান চিত্রটি সবার কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে 'গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ' বইটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি 'গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ' গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করবে।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতা

স্থানীয় পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার গ্রাম আদালত অধিকতর কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর উদ্যোগে দেশের ১৪টি জেলায় ৩৫১টি ইউনিয়নে ইউএনডিপি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতায় 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস্ ইন বাংলাদেশ' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ্রামীণ জনগণের প্রত্যাশা এবং গ্রাম আদালত প্রকল্পের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত আইন-২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা সংশোধনক্রমে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ২৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। সে সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও কোন নারীর স্বার্থ জড়িত থাকলে ৫ সদস্যবিশিষ্ট গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিধান, গ্রাম আদালত কর্তৃক ডিক্রীকৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি পাওনা আদায় আইন-১৯১৩ এর পরিবর্তে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালতকে আরো সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ধারণা থাকা আবশ্যক।

এ লক্ষ্যে বিদ্যামান 'গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ' বইটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাই গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর আলোকে গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ।

বইটি তৃণমূল পর্যায়ের নারী, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ বইটি সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বইটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বইটির মুখবন্ধ রচনা করেছেন এজন্য তাঁর প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে গ্রাম আদালত আইনঃ সহজপাঠ প্রকাশের মাধ্যমে দেশে স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

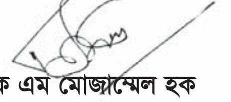

কে এম মোজাম্মেল হক
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
ও
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ধারা	গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩	পৃষ্ঠা
১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ	০৭
২	সংজ্ঞা	০৭
৩	গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা	০৯
৪	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন	১১
৫	গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি	১২
৬	গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি	১৪
৭	গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	১৮
৮	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল	১৯
৯	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ	২০
১০	সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	২৩
১১	গ্রাম আদালতের অবমাননা	২৪
১২	জরিমানা আদায়	২৫
১৩	পদ্ধতি	২৬
১৪	আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ	২৭
১৫	সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব	২৭
১৬	কতিপয় মামলার স্থানান্তর	২৮
১৭	পুলিশ কর্তৃক তদন্ত	২৯
১৮	বিচারাধীন মামলাসমূহ	২৯
১৯	অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা	৩০
২০	বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	৩০
২১	রহিতকরণ ও হেফাজত	৩০
	তফসিল	
	তফসিলের প্রথম অংশঃ ফৌজদারী মামলাসমূহ	৩১
	তফসিলের দ্বিতীয় অংশঃ দেওয়ানী মামলাসমূহ	৩৪
	দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের বঙ্গানুবাদ	
৩২৩	স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি	৩৬
৩৩৪	প্ররোচনার ফলে ইচ্ছা পূর্বক আঘাত করা	৩৬
৪২৬	ক্ষতিসাধনের শাস্তি	৩৬
৪৪৭	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি	৩৭
১৪৩	বেআইনি সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি	৩৭

সূচিপত্র

ধারা		পৃষ্ঠা
১৪৭	দাঙ্গা করিবার শাস্তি	৩৮
১৪১	বেআইনি সমাবেশ	৩৯
১৬০	কলহ বা মারামারির শাস্তি	৩৯
৩৪১	অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তি	৩৯
৩৪২	অন্যায় আটকের শাস্তি	৪০
৩৫২	গুরুতর প্ররোচনা ব্যতিত আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগের শাস্তি	৪০
৩৫৮	মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমন করা কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করা	৪১
৫০৪	শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত প্ররোচনা বা অপমান করা	৪২
৫০৬	অপরাধ জনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি	৪২
৫০৮	কোন ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোন কাজ করার শাস্তি	৪২
৫০৯	কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ করার শাস্তি	৪৩
৫১০	মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণ	৪৪
৩৭৯	চুরির শাস্তি	৪৪
৩৮০	বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি	৪৪
৩৮১	কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি	৪৫
৪০৩	অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার শাস্তি	৪৫
৪০৬	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি	৪৬
৪১৭	প্রতারণার শাস্তি	৪৬
৪২০	প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করতে প্রবৃত্ত করা	৪৭
৪২৭	অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি	৪৭
৪২৮	দশ টাকা বা তদউর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধন	৪৮
৪২৯	যে কোন মূল্যের গবাধি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধন	৪৯
	হলফনামা আইন, ১৮৭৩ এর সংশিষ্ট ধারাসমূহ	
৮	আদালতের কতিপয় হলফ প্রদানের ক্ষমতা	৫০
৯	প্রতিপক্ষের প্রস্তাবমতে কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে আদালত কর্তক হলফ করিতে বলা	৫০
১০	সম্মত থাকিলে হলফ প্রদান	৫০
১১	সত্যপাঠ পূর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গন্য হইবে	৫০
১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালা		৫১

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন)
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

[২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ ১। (১) এই আইন গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ফলে গ্রাম আদালত আইন বলতে সর্বশেষ ২০১৩ সনের ৩৬নং আইনকে নির্দেশ করবে যা ইতোপূর্বের গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর সংশোধিত রূপ। ২০০৬ সনের আইনটি সংশোধন হবার কারণে এর শিরোনাম, প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১ (১) এবং ১ (২) দফা এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে ১ (৩) দফার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি বিধায় আগের নিয়মেই গ্রাম আদালত আইন কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হবে বা শহর এলাকায় এটি প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখ্য, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা যদি কোন কারণবশতঃ পরবর্তি সময়ে অমীমাংসিত থাকে সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রযোজ্য হবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রাম আদালত আইন বলতে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নির্দেশিত হবে।

সংজ্ঞা ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “আমলযোগ্য অপরাধ” অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত Cognizable Offence;

(খ) “ইউনিয়ন” অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন;

(গ) “ইউনিয়ন পরিষদ” অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ প্রদত্ত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সংজ্ঞায় The Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983 উল্লেখ করা হয়েছিল, কারণ আইনটি ২০০৬ সনে প্রণীত। পরবর্তি সময়ে অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর ২০০৯ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) প্রবর্তিত হবার ফলে সংশ্লিষ্ট আইনে ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদকে যে ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে গ্রাম আদালত আইনে ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ বলতে একই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে সংজ্ঞা দুটিকে হালনাগাদ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর

২ (৫) দফায় ‘ইউনিয়ন’ অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষিত পল্লী এলাকা এবং বিদ্যমান ইউনিয়নসমূহ;

২ (৬) দফায় ‘ইউনিয়ন পরিষদ’ অর্থ এই আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) “এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ” অর্থ যে সহকারী জজের এখতিয়ারভুক্ত সীমানার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি অবস্থিত সেই সহকারী জজ এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ এখতিয়ার সম্পন্ন একাধিক সহকারী জজ রহিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ কনিষ্ঠতম সহকারী জজ;

(ঙ) “গ্রাম আদালত” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত গ্রাম আদালত;

(চ) “চেয়ারম্যান” অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ছ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;

(জ) “দন্ডবিধি” অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860);

(ঝ) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(ঞ) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) "পক্ষ" অর্থে এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার উপস্থিতি কোন বিবাদের সঠিক মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং গ্রাম আদালত যাহাকে অনুরূপ বিবাদের একটি পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করে;

(ঠ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898);

(ড) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) "সিদ্ধান্ত" অর্থ গ্রাম আদালতের কোন সিদ্ধান্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

এই আইনে ফৌজদারী কার্যবিধি বলতে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) কে বোঝায় এবং আমলযোগ্য অপরাধ বলতে সে অপরাধকে বুঝায়, যে অপরাধের জন্য পুলিশ বিনা গ্রেফতারি পরোয়ানায় আসামিকে গ্রেফতার করতে পারে (ফৌজদারি র্কাযবিধির ধারা ৪ দ্রষ্টব্য)। এ আইনে পক্ষ বলতে সাধারণভাবে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী কে বুঝতে হবে। যদি আবেদনকারী একাধিক হয় তবে প্রত্যেকেই আবেদনকারী পক্ষ এবং প্রতিবাদী একাধিক হয় তা হলে প্রত্যেকেই প্রতিবাদী পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন। গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ ধারা সংশোধিত হলেও এর আলোকে বিধিমালা প্রণয়নের কাজটি এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাই গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী The Village Courts Ordinance, ১৯৭৬ এর অধীনে প্রণীত The Village Courts Rules, ১৯৭৬ এই আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে কার্যকর আছে এবং বিধি বলতে The Village Courts Rules, ১৯৭৬ এর বিধি বোঝাবে যত দিন পর্যন্ত গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর আলোকে বিধিমালা প্রণীত না হয়।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা

৩। (১) ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অতঃপর ভিন্ন রকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(২) গ্রাম আদালতে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন ফৌজদারী মামলা

বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোন সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোন আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন,

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ
গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথমাংশে বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে ১জন ব্যক্তি গ্রাম আদালত ছাড়াও অন্য কোন আমলযোগ্য আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হয়ে থাকতে পারেন যার জন্য সেই ব্যক্তির বিচার গ্রাম আদালতে করা যাবে না। কিন্তু ২০০৬ এর গ্রাম আদালত আইনে শুধুমাত্র গ্রাম আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তার বিচার পুনরায় করা যাবে না মর্মে উল্লেখ করা ছিল। এক্ষেত্রে অন্য কোন আদালত কর্তৃক একই বিষয় মীমাংসা হয়ে থাকলে তার বিচার গ্রাম আদালত করতে পারবে না মর্মে কোন বিধান ছিল না যা ২০১৩ সনের সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।

অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদি-

ক) উক্ত মামলায় কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;
খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;
গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তি দখল অর্পণ করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ
ধারা ৩ এর বিধানাবলীকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি যথাক্রমে ঃ

(১) প্রথম ভাগে সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর তফসিলে উল্লেখিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে রদ বা বারিত করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় ভাগে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের সীমাবদ্ধতা বা এখতিয়ার রদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তফসিলে প্রথমাংশে বর্ণিত কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির বিচার গ্রাম আদালতে করা যাবে না যদি ইতোপূর্বে আমলযোগ্য কোন অপরাধের দায়ে ঐ ব্যক্তি গ্রাম আদালত বা কোন আমলযোগ্য আদালত কর্তৃক দন্ড প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। গ্রাম আদালতের ক্ষেত্রে দন্ড বলতে ক্ষতিপূরণ প্রদান বুঝাবে। কেননা গ্রাম আদালত আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী গ্রাম আদালতের দন্ড আরোপ করার কোন ক্ষমতা নেই।

(৩) তৃতীয় ভাগে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে তফসিলের দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত কিছু মামলা গ্রাম আদালতের বিচার বহির্ভূত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে-

ক) যদি মামলাটিতে কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে;
খ) যদি বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে; এবং (গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়। এছাড়াও ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গ্রাম আদালত যে স্থাবর সম্পত্তি দখল অর্পণ করার আদেশ দিয়েছে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বা উহার দখল পূনরুদ্ধার করবার জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের বিচারিক এখতিয়ার রহিত হবেনা।

গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন

৪। (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে বিরোধের যে কোন পক্ষ উক্ত মামলা বিচারের নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, লিখিত কারণ দর্শাইয়া উক্ত আবেদনটি নাকচ না করিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি গ্রাম আদালত গঠন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন রিভিশনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালার ৫ নং বিধি মোতাবেক গ্রাম আদালত কর্তৃক আবেদনকারীর মামলা গ্রহণের আবেদন নাকচ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সেই আদেশের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন বা পুনর্বিবেচনার আবেদন করার বিধান ছিল। এক্ষেত্রে সহকারী জজ উক্ত রিভিশনটি কত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন তার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া ছিলনা। ২০১৩ সালের ৪(৩) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে এটিকে ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রাম আদালত আইন এর ধারা ৪ অনুযায়ী প্রতিটি মামলার জন্য একটি করে গ্রাম আদালত গঠন করতে হবে। গ্রাম আদালতে বিচার্য কোন মামলার বিরোধের কোন পক্ষের অর্থাৎ আবেদনকারীর আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যান গ্রাম আদালত গঠন করবেন। কিভাবে এ আবেদন করতে হবে এবং গ্রাম আদালত কি প্রক্রিয়ায় গঠন করতে হবে তা বিধিমালায় নির্ধারিত আছে।

গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি

৫। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মোট চারজন সদস্য লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে; তবে আরো শর্ত থাকে যে, তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলার সহিত নাবালক এবং তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সহিত নারীর স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

৫ (১) উপ-ধারায় গ্রাম আদালতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য উপ-ধারা (১) এর শেষে সংশোধনী আনা হয়েছে। এর ফলে ফৌজদারী মামলায় নাবালক এবং উভয় প্রকার মামলায় নারীর স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করতে বাধ্য হবেন।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি কোন কারণবশতঃ চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হন কিংবা তাহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বিবাদের কোন পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের পক্ষের জন্য দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে আহ্বান জানাইবেন এবং যদি তাঁহারা অনুরূপ মনোনয়নদানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিবাদের কোন পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে-

ক) আবেদনকারী সদস্য মনোনয়ন প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান লিখিতভাবে এইরূপ ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করিয়া; অথবা

খ) প্রতিবাদী সদস্য মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, আবেদনকারী বিচারযোগ্য বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করিতে পারিবেন মর্মে চেয়ারম্যান, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সনদ প্রদান করিয়া আবেদন পত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিবেন।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানই গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন। তিনি কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে অথবা তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত বিধিমালার ১২ এর বিধান অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রাক্তন মহকুমা প্রশাসক) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে পক্ষগণ কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছাড়া যে

কোন একজন সদস্যকে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন। ইতিপূর্বের গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৫(৫) উপ-ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনয়ন করা না হলে অনুরূপ সদস্য ব্যতিতই গ্রাম আদালত গঠন করার সুযোগ ছিল যা প্রতিকারমূলক বিচার ব্যবস্থার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাই এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত গঠন করা সম্ভব না হলে বিচার্য বিষয়ে আবেদনকারী উপযুক্ত আদালতে মামলা করতে পারবেন মর্মে সংশোধনী আনা হয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ উভয় পক্ষের উপর সদস্য মনোনয়নের নির্দেশ প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে পক্ষগণ সদস্য মনোনয়নে ব্যর্থ হলে কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠনের বিধানটি বাতিল করা হলো।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি

৬। (১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংগঠিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণতঃ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের থাকিবে।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের একপক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ

যে ইউনিয়নে অপরাধ সংগঠিত হয় বা মামলার কারণ উদ্ভব হয় সে ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত গঠিত হয়। তবে বিবাদের কোন এক পক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে সে পক্ষ ইচ্ছা করলে নিজ ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবে। এখানে প্রতিনিধি অর্থ গ্রাম আদালতের সদস্য।

মামলা দায়েরের সময়সীমা

৬ক। Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলের

ক) প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে; এবং

খ) দ্বিতীয় অংশের ক্রমিক নং ৩ এ বর্ণিত দেওয়ানী মামলা ব্যতীত অন্যান্য দেওয়ানী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মামলার কারণ উদ্ভব হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

৬ক(ক)-গ্রাম আদালত আইন এর তফসিলের প্রথম অংশে (পৃষ্ঠা ৩১ দ্রষ্টব্য) বর্ণিত ফৌজদারী মামলা দায়ের এর ক্ষেত্রে দন্ডবিধির ২৭টি ধারার অপরাধ সংগঠনের চেষ্টা বা সংঘটনে সহায়তা করাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ফৌজদারী মামলা দায়ের এর বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের এর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় মামলাটি গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

৬ক(খ)-ফৌজদারী মামলার গুরুত্ব বিচারে এসব মামলা দায়ের এর জন্য ৩০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলেও দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ৬০ দিন রাখা হয়েছে। গ্রাম আদালত আইন এর তফসিলের ২য় অংশে (পৃষ্ঠা ৩৪ দ্রষ্টব্য) ৬ প্রকার দেওয়ানী মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া আছে। তার মধ্যে ক্রমিক নং-৩ এ স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করার কথা উল্লেখ থাকায় এটি ব্যতীত অন্য ৫টি বিষয়ের ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠিত হবার ৬০ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতে মামলা করার সুস্পষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর বিধান মতে যে কোন মামলা তামাদি হবার ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম পরিস্থিতির আলোকে তা বিচার্য হিসেবে নিয়ে মামলাটি দায়ের এর সময়সীমা নির্ধারিত হয়। কিন্তু গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের এর স্বল্প সময়ের মধ্যে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তিকে প্রাধান্য দেয়ার স্বার্থে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ৩০ ও দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ৬০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

প্রাক বিচার ৬খ। (১) ধারা ৫ এর অধীন গ্রাম আদালত গঠিত হইবার অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত অধিবেশনে গ্রাম আদালত উভয় পক্ষের শুনানী করিয়া মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হইলে, উক্তরূপ উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি হইলে, মীমাংসার শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক উভয়পক্ষ যৌথভাবে একটি আপোষনামা স্বাক্ষর বা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন এবং সাক্ষী হিসাবে উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ আপোষনামায় স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আপোষনামা স্বাক্ষরিত হইলে, গ্রাম আদালত নির্ধারিত ফরমে উহার আদেশ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্তরূপ আদেশ গ্রাম আদালতের আদেশ বা ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন আপোষনামার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় প্রাক-বিচার ১টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এতে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি আরো সহজতর হয়ে ওঠে এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ সুস্পষ্টভাবে গ্রাম আদালতে মধ্যস্থতা করার কোন বিধান ছিলনা। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে যেহেতু মধ্যস্থতা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি সেহেতু গ্রাম আদালত আইনের সংশোধনীতে (২০১৩) প্রাক-বিচার এর বিধান সন্নিবেশ করে গ্রাম আদালতের বিচার কার্যক্রমের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম আদালত গঠনের পর পরই প্রাক-বিচার পদ্ধতির সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি এটি গ্রাম আদালত এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা

৬গ। (১) ধারা ৬খ এর অধীন কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে মামলার কোন পক্ষ, চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে, যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া, তৎকর্তৃক ইতোপূর্বে মনোনীত কোন সদস্যকে পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (২) এর অধীন শুনানীর কার্যক্রম শুরু হইবার অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, উক্ত মেয়াদ শেষে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণ ব্যতিরেকে গ্রাম আদালত মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে এবং গ্রাম আদালত ভাঙ্গিয়া গেলে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ গ্রাম আদালত ভাঙ্গিয়া যাইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

৬ (খ) ধারা অনুসারে প্রাক বিচার এর মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হলে স্বাভাবিক নিয়মে গ্রাম আদালতে শুনানীর মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে প্রাক বিচার পর্যায়ে আবেদনকারী অথবা প্রতিবাদীর মনোনীত প্রতিনিধির ভূমিকা আর গ্রাম আদালতের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বিচারক প্যানেলের একজন বিচারক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকায় কিছুটা তফাৎ রয়েছে। কারণ প্রাক বিচার পর্যায়ে গ্রাম আদালতের আইনী বাধ্যবাধকতা ছাপিয়ে স্থানীয় বাস্তবতা, মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান মুখ্য হয়ে উঠতে পারে যা গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সেখানে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণক্রমে রায় প্রদান করা হয়। ফলে প্রাক বিচার শেষে যদি বিরোধটি গ্রাম আদালতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে যায় সেক্ষেত্রে আবেদনকারী বা প্রতিবাদী তার

মনোনীত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করে ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ নিতে পারেন।

গ্রাম আদালতে মামলা কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট সময় সীমা ২০০৬ সনের আইনে উল্লেখ ছিলনা। যদিও গ্রাম আদালত বিধিমালার (১৯৭৬) ২২ নম্বর বিধিতে গ্রাম আদালত প্রদত্ত ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের বিষয়টিকে আদালতের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল যা কোন ভাবেই ৬ মাসের বেশি হতে পারবে না মর্মে উল্লেখ আছে। তাই ২০১৩ সনের সংশোধিত আইনে গ্রাম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

৭। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত আইন-২০০৬ অনুসারে ইতিপূর্বে ২৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত অপরাধের মামলা গ্রাম আদালতে দায়ের করা সম্ভব হতো যা বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপ্রতুল। তাই গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ৭৫,০০০/= টাকায় উন্নীত করার ফলে স্থানীয় পর্যায়ের এসব বিরোধগুলো উর্ধ্বতন আদালতে না গিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্র তৈরী হবে। গ্রাম আদালত আইনের ধারা ৭ এর বিধান অনুযায়ী তফসিলের প্রথমাংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করতে পারে। দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাতে প্রদত্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় প্রকার দন্ড এর কোনটিই আরোপ করার ক্ষমতা গ্রাম আদালতের নেই।

(২) গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ

তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী মামলাসমূহের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত

৭৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত অর্থ প্রদানের আদেশ দিতে পারে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পণের আদেশ দিতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হতে হবে।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল

৮। (১) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা চার-এক (৪ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকর হইবে।

(২) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

(ক) মামলাটি তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপীল করিতে পারিবে; এবং

(খ) মামলাটি তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপীলের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সুবিচার করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(৪) আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী গ্রাম আদালত কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা অন্য গ্রাম আদালতসহ অন্য কোন আদালতে বিচার্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত যা তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয় কেবল ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই আপিল চলে। অন্য কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্বসম্মত বা চার- এক (৪ঃ১) বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩ঃ১)

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যায় না। তফসিলে বর্ণিত ফৌজদারী মামলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আপীল দায়ের করতে হয়। তফসিলে বর্ণিত দেওয়ানী মামলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল দায়ের করতে হয়। তবে ফৌজদারী বা দেওয়ানী উভয় মামলার ক্ষেত্রেই আপীলের জন্য সিদ্ধান্তটি তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে। ৮ ধারার (৪) উপ-ধারায় দোবারা বিচার বারিত করা হয়েছে এবং এ বিধানটিকে আপাতঃ বলবত অন্য আইনের বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী কোন গ্রাম আদালত কর্তৃক একটি মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ঐ বিষয়টি অন্য গ্রাম আদালতসহ অন্য কোন আদালতে বিচার করা যাবে না।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ

৯। (১) গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অথবা সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদেশ প্রদান করিবে এবং তাহা নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে উহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবী মিটানো বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হইলে অথবা কোন সম্পত্তি অর্পণ করা হইলে গ্রাম আদালত, ক্ষেত্রমত, উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্য উহার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান উহা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীনে আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী এ ধরনের অর্থ অধিকতর সহজ এবং দ্রুত ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ এর মাধ্যমে আদায় সম্ভব। গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুর্ভোগ কমিয়ে আনবে।

(৪) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া অন্য কোন প্রকারে দাবী মিটানো সম্ভব, সেইক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সরকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং অনুরূপ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইয়াছে।

(৫) গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করিলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ

১৯৭৬ সনের গ্রাম আদালত বিধিমালার ৭ ধারা অনুযায়ী গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বিধিমালায় উল্লেখিত ১ নং ফরমের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে কিনা এবং যদি উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হয়ে থাকে তা হলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তার অনুপাতের উল্লেখ করবেন (বিধি ১৭ দ্রঃ)। ২০১৩ সনের গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইনে শুধুমাত্র মামলা নিস্পত্তির জন্য ৯০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সময়সীমা ১৯৭৬ এর বিধিমালার ২২নং বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ছয় মাসের অধিক হবে না। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হলে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান উহা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীন ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবেন। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬৮ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দাবী যোগ্য সকল কর সরকারী দাবী হিসাবে আদায় যোগ্য। ইউনিয়ন পরিষদ (কর) বিধিমালা, ১৯৬০ এর ১২ বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদের কর অথবা কোন পাওনা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে এই সম্পর্কিত বকেয়ার তালিকা লটকে দিতে হবে। বকেয়ার তালিকা নোটিশ বোর্ডে লটকানোর পর ১৫ দিন অতিবাহিত হলে, ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত বকেয়া সরকারী পাওনা স্বরূপ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬৮ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী পরিষদের যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তা ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত ও নিস্পত্তি করতে পারবেন। এতদসত্ত্বেও এই ধারার (৪) উপ-ধারা অনুযায়ী সরকার কোন ইউনিয়ন পরিষদকে ইহার অনাদায়ী কর ইত্যাদি আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করবার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে। বকেয়া কর আদায়ের জন্য ক্রোকী পরোয়ানা প্রদান ও মালামাল বিক্রয়ের ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদ (কর) বিধিমালা, ১৯৬০ এর বিধি ১৩ (১) অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রয়োগ করবেন এবং উক্ত ১৩ বিধির (২) উপ-বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরোয়ানা ইস্যু ও মালামাল বিক্রি করবেন এবং (৩) উপ-বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের বেতনভোগী কোন কর্মচারী পরোয়ানা কার্যকরী করবেন। গ্রাম আদালত আইনের ৯ ধারার (৩) উপ-ধারায় যেহেতু স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ক্ষতিপূরণের বকেয়া অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে সেহেতু গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন এবং তিনি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর উল্লিখিত বিধান এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর বিধিমালা, ১৯৬০ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারবেন। স্থাবর সম্পত্তির বেদখলের এক বছরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রাম আদালতে মামলা করা যাবে (তফসিলের দ্বিতীয় অংশ দ্রঃ) । তবে এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত নিজে দখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এর মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে এবং ঐ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন সিদ্ধান্তটি ঐ সহকারী জজ আদালত কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা

৯ক। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন মামলা করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা মিথ্যা মামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে খুবই কম খরচে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সুযোগ থাকলেও স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে আইনটির অপব্যবহারের সুযোগ থাকে। এটিকে নিরুৎসাহিত করতেই মিথ্যা মামলা দায়ের এর ক্ষেত্রে জরিমানার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে।

এতে আইনের অপব্যবহারের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। তবুও মিথ্যা মামলা দায়ের হয়ে থাকলে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে মিথ্যা মামলা দায়ের এর ক্ষেত্রে মানুষ নিরুৎসাহিত হবে।

সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

১০। (১) গ্রাম আদালত যে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইতে এবং সাক্ষী দেওয়ার জন্য অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য সমন দিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ যে ব্যক্তিকে স্ব-শরীরে আদালতে হাজির হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না;

(খ) গ্রাম আদালত যদি যুক্তিসংগতভাবে মনে করে যে, অহেতুক বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব নয়, তবে আদালত সেই সাক্ষীকে সমন দিতে বা সেই সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সমন কার্যকর করিতে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে;

গ) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তির ভ্রমণ ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ বাবদ, আদালতের বিবেচনামতে, পর্যাপ্ত অর্থ তাহাকে প্রদানের জন্য আদালতে জমা দেওয়া না হইলে, গ্রাম আদালত ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে না;

(ঘ) গ্রাম আদালত রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত কোন গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ড দাখিল করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ড হইতে আহরিত কোন সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করিলে, গ্রাম আদালত অনুরূপ অমান্যতা আমলযোগ্য অপরাধ গণ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, তাঁহার বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে, অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ
১০ (২) উপধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম আদালতের সমন অমান্য করার ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ৫০০/= টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০/= টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক প্রেক্ষাপটে এটিকে যৌক্তিক বলা চলে। এতে গ্রাম আদালত এর সমন অমান্য করার ক্ষেত্রে মানুষ নিরুৎসাহিত হবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বা কোন দালিলিক সাক্ষ্য দাখিলের জন্য সমন দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আইন কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। যেমনঃ সরকার যাকে গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে হাজিরা প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তাকে গ্রাম আদালত ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেনা। এছাড়া অহেতুক বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব নয় মর্মে গ্রাম আদালত যুক্তিসঙ্গত মনে করলে গ্রাম আদালত সেই সাক্ষীকে সমন দিতে বা তার বিরুদ্ধে সমন কার্যকর করতে অগ্রাহ্য করতে পারবে। অর্থাৎ বিষয়টি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাহিরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বা কোন দলিল দাখিলের জন্য নির্দেশ দেবেনা যতক্ষন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ভ্রমণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা দেয়া না হয়। রাষ্ট্রীয় গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারি রেকর্ড দাখিল করার জন্য গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারবেনা বা এরূপ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারবেনা।

গ্রাম আদালতের অবমাননা

১১। (১) কোন ব্যক্তি আইনসংগত কারণ ব্যতীত যদি-

(ক) গ্রাম আদালত বা উহার কোন সদস্যকে আদালতের কার্যক্রম চলাকালে অশালীন কথাবার্তা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক বা অন্যবিধ আচরণ দ্বারা কোন প্রকার অপমান করেন; বা

(খ) গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন; বা

(গ) গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও, কোন দলিল দাখিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) গ্রাম আদালতের যে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য, সেইরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন; বা

(ঙ) সত্য কথা বলিবার শপথ গ্রহণ করিতে বা গ্রাম আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন-

তাহা হইলে তিনি গ্রাম আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ পেশ করা না হইলেও, গ্রাম আদালত অনুরূপ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবে এবং তাহাকে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ
এই সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম আদালত অবমাননার জন্য দোষী ব্যক্তিকে ৫০০/= টাকার পরিবর্তে ১,০০০/= টাকার ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। এতে গ্রাম আদালত অবমাননার প্রবণতা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। ৫টি সুনির্দিষ্ট কারণে গ্রাম আদালত অবমাননা হবে বলে ১১ ধারায় বিধান করা হয়েছে। উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত কোন অভিযোগ ছাড়াই এর অবমাননার বিচার করতে পারবে।

জরিমানা আদায়

১২। (১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন আরোপিত কোন জরিমানা তৎক্ষণাৎ আদায় না হইলে, গ্রাম আদালত তৎকর্তৃক আরোপিত জরিমানার অর্থের পরিমাণসহ উক্ত অর্থ অনাদায়ের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ তৎকর্তৃক আরোপিত করগণ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীন আদায় করিবে।

(২) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন গ্রাম আদালতের নিকট জমাকৃত বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদায়কৃত জরিমানার অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ
ইতিপূর্বে প্রচলিত আইনে গ্রাম আদালত এর সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য ও আদালত অবমাননার কারণে ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ করা না হলে তা আদায়ের জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর গ্রাম আদালত বিধিমালার ৯ নং ফরম পূরণ করে প্রেরণের বিধান চালু ছিল। কিন্তু ২০১৩ সনের সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে রহিত করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী স্থানীয় কর হিসেবে এ ধরনের জরিমানা অধিকতর সহজ এবং দ্রুত ইউনিয়ন পরিষদ এর মাধ্যমে আদায় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সহজে ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ গ্রাম আদালত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরো উৎসাহী হবেন।

পদ্ধতি ১৩। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০ ও ১১ ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলী গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) গ্রাম আদালতে আনীত সকল মামলার ক্ষেত্রে Oaths Act, 1873 (Act X of 1873) এর section 8,9,10 ও 11 প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে তফসিলের প্রথম অংশের অধীন কোন মামলা দায়ের করা হইলে তিনি যদি এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, কথিত অপরাধ তাহার সরকারী দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ অপরাধ বিচারের জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারা অনুযায়ী কোন আদালত এমন কোন মামলার বিচার চালিয়ে যাবেন না, যার বিচার্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে এবং এর আগে দায়েরকৃত আরেকটি মামলারও বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কর্তৃক একই বিচার্য বিষয় নিস্পত্তি করা যাবে না। অনুরুপ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারা অনুযায়ী (পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত) বিরোধের বিষয়বস্তু নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যদি ইতিমধ্যে অন্য মামলায় মীমাংসা হয়ে থাকে তবে তার পুনর্বিচার বারিত করা হয়েছে যা সমভাবে গ্রাম আদালতে বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে। তাই এই ২টি ধারা গ্রাম আদালত এর মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রেও অনুসরণযোগ্য ও বাধ্যকর মর্মে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা ২০০৬ সনের গ্রাম আদালত আইনে ছিলনা। গ্রাম আদালত আইনের ধারা ১০ (ক) এ উল্লেখিত দেওয়ানী কার্যবিধির ১৩৩ ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে একজন সরকারি কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তাপিত হলে মামলা দায়ের এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে অন্যথায় নয়। তাই ২০১৩ সনের আইনে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তফসিলের প্রথম অংশ অর্থাৎ ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত অভিযোগ উত্তাপিত হলে মামলা দায়ের এর ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে অন্যথায় নয় একথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির কোন বিধানই গ্রাম আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেবল মাত্র জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে ৩৮৬ ধারার বিধান পরোক্ষভাবে

প্রযোজ্য। এছাড়া Evidence Act, 1872 বা সাক্ষ্য আইনের বিধান গ্রাম আদালতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবেনা। Oaths Act, 1873 বা শপথ আইনের কয়েকটি ধারার বিধান গ্রাম আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম আদালত যাতে সাক্ষীকে শপথ পাঠ করাতে পারে এবং এরূপ প্রদত্ত সাক্ষ্য যাতে ঐ সাক্ষীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়।

আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ

১৪। অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা পরিচালনার জন্য কোন পক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

এ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আইনজীবী বা অ্যাডভোকেট গ্রাম আদালতের মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না। গ্রাম আদালত যেহেতু এমন একটি আদালত যেখানে আনুষ্ঠানিকতা বা পদ্ধতির জটিলতা পরিহার করে গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য বিচার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, সেহেতু আইনজীবীদের উপস্থিতি এর কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রলম্বিত করতে পারে বিধায় আইনজীবীর নিয়োগ বারিত করা হয়েছে। এছাড়া আইনজীবীর ফি প্রদান করা গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্য দূরূহ হয়ে উঠতে পারে। তাই গ্রাম আদালতে মামলা পরিচালনায় আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব

১৫। (১) আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোন সরকারী কর্মচারী তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে সরকারী দায়িত্ব পালন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে আদালত তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে গ্রাম আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) গ্রাম আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোন পর্দানশীন বা বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে আদালত
তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যাঃ

এই ধারায় কিছু ব্যক্তিকে আদালতে স্ব-শরীরে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা গ্রাম আদালতকে দেওয়া হয়েছে। কোন সরকারী কর্মচারী আদালতে উপস্থিত হলে তার সরকারী দায়িত্ব পালন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে গ্রাম আদালত তাঁর পক্ষে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে আদালত সমক্ষে হাজির হওয়ার অনুমতি দিতে পারবে। পর্দানশীন, বৃদ্ধ মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিও প্রতিনিধির মাধমে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে গ্রাম আদালতে হাজির হতে পারবে।

কতিপয় মামলার স্থানান্তর

১৬। (১) যেক্ষেত্রে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, তফসিলের ১ম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি এইরূপ যে জনস্বার্থে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন ফৌজদারী আদালতে উহার বিচার হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে, এই আইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, তিনি গ্রাম আদালত হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে এবং বিচার ও নিস্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(১ক) যে ক্ষেত্রে জেলা জজ মনে করেন যে, তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি এইরূপ যে, জনস্বার্থে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোন দেওয়ানী আদালতে উহার বিচার হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে, এই আইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, তিনি গ্রাম আদালত হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে এবং বিচার ও নিস্পত্তির জন্য উহা উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত কোন বিষয় সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে, উক্ত আদালত, মামলাটির বিচার ও নিস্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হয়েছে। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাম আদালতের ১ নং তফসিলে বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধে গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে জনস্বার্থে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তা কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে

পারেন। ২০০৬ সনের গ্রাম আদালত আইনে গ্রাম আদালত থেকে দেওয়ানী আদালতে মামলা স্থানান্তরের কোন বিধান ছিলনা। তাই এরূপ বিধান করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর পর নতুন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশ করা হয়েছে। The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2009 বা ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৯ এর ৪ ক ধারা অনুযায়ী যেহেতু এটি একটি বিচারিক কার্যক্রম সেহেতু এ ক্ষমতা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগ করতে হবে। সে কারণে ২০০৭ সনের ১ নভেম্বর থেকে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পুলিশ কর্তৃক তদন্ত

১৭। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার বিষয়বস্তু তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কিত হওয়ার কারণে পুলিশ সংশ্লিষ্ট আমলযোগ্য মামলার তদন্ত বন্ধ করিবে না; তবে যদি কোন ফৌজদারী আদালতে অনুরূপ কোন মামলা আনীত হয় তাহা হইলে, উক্ত আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, মামলাটি এই আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোন গ্রাম আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ

তফসিলের প্রথমাংশে বর্ণিত ধারা ৪৪৭, ১৪৩, ১৪৭ ,৩৪১, ৩৪২, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৪০৬, ৪২০, ৪২৮ ও ৪২৯ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ অর্থাৎ উল্লিখিত আমলযোগ্য মামলার তদন্ত পুলিশ বন্ধ করবেনা তবে ফৌজদারী আদালতে অর্থাৎ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ধরনের মামলা আনীত হলে আদালত মামলাটি গ্রাম আদালত আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোন আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যা হল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গ্রাম আদালত গঠনের দরখাস্ত পেলে যথাযথ পদ্ধতিতে গ্রাম আদালত গঠন করেন। গ্রাম আদালত গঠিত থাকে না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রাম আদালত গঠন করে প্রেরিত মামলার বিচারের নির্দেশ দেবেন মর্মে বিধান থাকলে অসামঞ্জস্যতা দূর হত এবং বিষয়টি আইনের অন্যান্য বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ হত।

বিচারাধীন মামলাসমূহ

১৮। এই আইন মোতাবেক বিচারযোগ্য যে সকল মামলা এই আইন বলবত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে, উহাদের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে না, এবং অনুরূপ মামলা অনুরূপ আদালত কর্তৃক এইরূপে মীমাংসা করা হইবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত যে সমস্ত মামলার আর্থিক মূল্য ২৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে ছিল সেগুলো এখতিয়ার সম্পন্ন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করতে হয়েছে। ঐ মামলাগুলো ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতেই নিষ্পত্তিযোগ্য এবং ঐ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রযোজ্য হবেনা।

অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা

১৯। সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ বা যে কোন মামলা বা যে কোন শ্রেণীর মামলাসমূহ বা যে কোন সম্প্রদায়কে এই আইনের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২১। (১) The Village Courts Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXI of 1976), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন-

(ক) বিচারাধীন মামলাসমূহের ক্ষেত্রে, মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ, উহাদের নিষ্পত্তি এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে, যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই;

(খ) প্রণীত সকল বিধি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, কার্যকর থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ

এ ধারায় The Village Courts Ordinance, 1976 কে রহিত করা হয়েছে তবে অধ্যাদেশটি রহিত হলেও বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে অধ্যাদেশটি প্রযোজ্য হবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত সকল বিধি গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে অর্থাৎ The Village Courts Rules, 1976 বা গ্রাম আদালত বিধিমালা, ১৯৭৬ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে কার্যকর রয়েছে এবং রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

তফসিল

প্রথম অংশ ঃ ফৌজদারী মামলাসমূহ

১। দন্ডবিধির ধারা ৩২৩ বা ৪২৬ বা ৪৪৭ মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটন করা, বে-আইনী জনসমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্যে হইলে এবং উক্ত বে-আইনী জনসমাবেশে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা দশের অধিক না হইলে দন্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৭ ধারা, ১৪১ ধারা এর তৃতীয় বা চতুর্থ দফার সহিত পঠিতব্য।

২। দন্ডবিধির ধারা ১৬০, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৮, ৫০৪, ৫০৬ (প্রথম অংশ) ৫০৮, ৫০৯ এবং ৫১০।

৩। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু সংক্রান্ত হয় এবং গবাদিপশুর মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৪। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হয়।

৫। দন্ডবিধির ধারা ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭ ও ৪২০ যখন অপরাধ সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৬। দন্ডবিধির ধারা ৪২৭, যখন সংশ্লিষ্টসম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৭। দণ্ডবিধির ধারা ৪২৮ ও ৪২৯ যখন গবাদিপশুর মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৮। বিলুপ্ত

৯। উপরিউক্ত যে কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা উহা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

সংশোধনীর ব্যাখ্যা ঃ

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন-২০১৩ দ্বারা গ্রাম আদালত তফসিল এর প্রথম অংশের ৩, ৫, ৬ ও ৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ফৌজদারী অপরাধগুলো বিচারের ক্ষেত্রে পূর্বের ২৫,০০০/= টাকার পরিবর্তে এখন থেকে ৭৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত আর্থিক এখতিয়ার বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি করা যাবে। তবে দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ এর আওতায় সংঘটিত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত এখতিয়ার বেঁধে দেয়ার বিষয়টি গ্রাম আদালতে এখতিয়ার সীমিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বের গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী গবাদীপশু অনধিকার প্রবেশ আইন ১৮৭১ এর ধারা ২৪, ২৬ ও ২৭ গ্রাম আদালতের বিচার্য বিষয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে ২৪ ও ২৭ ধারা সম্পৃক্ত খোয়াড় ব্যবস্থা এখন বিলুপ্ত প্রায়। আর ২৬ ধারায় শুকর দ্বারা ভূমি, শস্যাদি বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত সংক্রান্ত বিরোধও খুব কম ঘটে থাকে। তাছাড়া বিদ্যমান আইনের দ্বিতীয় তফসিলের ৫ নং বিচার্য বিষয় অনুযায়ী ২৬ ও ২৭ ধারার মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব। তাই গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর দ্বারা গ্রাম আদালত আইনের তফসিলের প্রথম অংশে বিচার্য বিষয় হিসাবে ৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত গবাদীপশু অনধিকার প্রবেশ আইন ১৮৭১ এর ধারা ২৪, ২৬ ও ২৭ এর প্রয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

তফসিলের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা
(ফৌজদারী মামলাসমূহ)

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের প্রথম অংশে ফৌজদারী মামলাসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে যা ২০১৩ সনে আর্থিক এখতিয়ার পুনর্বিন্যাসক্রমে বলবত রয়েছে।

দণ্ডবিধির (Penal Code, 1860) ২৭টি ধারার অপরাধ এবং এইসব ধারার অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা সংঘটনে সহায়তা প্রদানকে এই আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলোর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করবার বিধান করা হয়েছে। এই অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলাসমূহকে মোট নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :-

১. স্বেচ্ছায় আঘাত করা; ক্ষতিসাধন ও অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের অপরাধ সংঘটন বেআইনী জনসমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্য হলে এবং উক্ত জনসমাবেশে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা অনধিক ১০ হলে দণ্ডবিধির দাঙ্গা, বেআইনী জনসমাবেশে যোগদানের দণ্ডবিধির অপরাধ সংক্রান্ত মামলা, তবে উক্ত বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য হতে হবে কোন অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোন অপরাধ সংঘটন করা; অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা কিংবা পানি ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কিংবা তাকে তার ভোগদখলে থাকা অন্য কোন অশরীরী অধিকার হতে বঞ্চিত করা কিংবা কোন অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২. কলহ বা মারামারি, প্ররোচনা ব্যতীত বা প্ররোচনার ফলশ্রুতিতে স্বেচ্ছায় আঘাত, অন্যায় বাধা, অন্যায় আটক, গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত বা প্ররোচনার ফলশ্রুতিতে আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ, শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান; অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন (ধারা-৫০৬ এর প্রথম অংশ); কোন ব্যক্তিকে ঐশ্বরিক বিরাগভাজন হওয়ার বিশ্বাস জন্মিয়ে কোন কাজ করানো; কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কোন কথা বলা অথবা অঙ্গভঙ্গী বা কাজ করা; মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণ, ইত্যাদি দণ্ডবিধির অপরাধসমূহ সম্পর্কিত মামলা।

৩. চুরি, বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি, কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি সংক্রান্ত দণ্ডবিধির অপরাধসংশ্লিষ্ট মামলা যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু সংক্রান্ত হয় এবং গবাদিপশুর মূল্য অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হয়।

৪. চুরি, বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি, কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি সংক্রান্ত দণ্ডবিধির অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৫০,০০০/= টাকা হয়।

৫. অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরূপ; অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা এবং প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করতে প্রবৃত্ত করার দণ্ড-বিধির অপরাধ সংক্রান্ত মামলা যখন অপরাধ সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমান অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হয়।

৬. অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা তদুর্দ্ধ ক্ষতিসাধনের দন্ড-বিধির অপরাধ সংক্রান্ত মামলা যখন অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হয়।

৭. দশ টাকা বা তদুর্দ্ধ মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধন ও যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোন পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের দণ্ডবিধির অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা যখন গবাদি পশুর মূল্য অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হয়।

৮. উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা উহা সংঘটনে সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট মামলা।

উপরোল্লিখিত ফৌজদারী মামলাসমূহের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নীচে উল্লেখ করা হল:

১. আমলযোগ্য অপরাধ : আমলযোগ্য অপরাধ বলতে সেই অপরাধ বোঝায় অপরাধের জন্য পুলিশ বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারে (ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪ দ্রষ্টব্য)।

২. তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রাম আদালতে বিচার করা যাবে না যদি ঐ অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৩. তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত আইনসমূহ অর্থাৎ দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহে যেখানে কারাদন্ড বা জরিমানা শাস্তি হিসেবে বর্ণিত আছে, গ্রাম আদালত এ ধরণের কোন কারাদন্ড বা জরিমানা আদেশ করতে পারবে না।

৪. গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করতে পারবে।

তফসিল

দ্বিতীয় অংশঃ দেওয়ানী মামলাসমূহ

১। কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা।

২। কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।

৩। স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা।

৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা।

৫। গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।

৬। কৃষি শ্রমিকদেরকে পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

* যখন দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়

তফসিলের দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা

(দেওয়ানী মামলা সমূহ)

গ্রাম আদালত আইন এর তফসিলের দ্বিতীয় অংশে মোট ৬ ধরনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে একটি আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মামলা সংশ্লিষ্ট দাবীকৃত অর্থের পরিমান অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫,০০০/= টাকা হতে হবে।

প্রত্যেক শ্রেণীর দেওয়ানী মামলার ব্যখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

১। কোন চুক্তি; রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা- এ আইনে চুক্তি বলতে মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকার চুক্তি বুঝাবে।

ক ধান চাষের জন্য খ এর নিকট থেকে ২,০০০ টাকা ধার নিল এক বৎসরের মধ্যে ২ মন ধানসহ টাকা ফেরত দেবার শর্তে। এক বছরের মধ্যে ঐ ধান ও টাকা না দিলে খ গ্রাম আদালতে টাকা আদায়ের মামলা করে ঐ টাকা ও ধান বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

উল্লিখিত লেনদেনটি একটি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে।
কখনো কখনো রশিদের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সে ক্ষেত্রে রশিদটি দাবী প্রমাণের জন্য দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্য কোন দলিল বলতে চুক্তি দলিল বা রশিদ ছাড়া অন্য প্রকার দলিল বুঝাবে, যেমনঃ বন্ধকী দলিল, পাওনা টাকার স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি।

২। কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।
গ্রাম আদালতের পূর্বে ছিল সালিশী আদালত। ১৯৬৪ সনে এক জন মুনসেফ (সহকারী জজ) গাইবান্ধার ১টি আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাদী ঐ আদালতে বর্গা ধানের মূল্য বাবদ ২৯০ টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেছিল। পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে সিদ্ধান্ত হল যে বিষয়টি সালিশী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। সালিশী আদালত বিলুপ্ত হয়েই গ্রাম আদালত গঠিত হয়।
(১৭ ডি, এল, আর, ৪১৫)

৩। স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা।
২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সকাল ৮ টার সময় ক কিছু লোক জন নিয়ে খ এর নীলগঞ্জ ইউনিয়নের সখিপুর গ্রামের ২ শতাংশ ফসলি জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং সে জমি তার দখলে রাখে। এরূপ অবস্থায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন সময় খ, ক এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে ৪ টাকা ফিস জমা দিয়ে ঐ জমির দখল পূনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানী মামলা করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে বেদখলকৃত জমির মূল্য ৭৫,০০০/= টাকার উর্ধ্বে হতে পারবে না।

৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা।
ক জোরপূর্বক খ এর বাড়িতে ঢুকে খ এর দুধের গাভী নিয়ে যায় এবং তার দখলে রাখে। এ অবস্থায় খ এর দুধের গাভী জবরদখল করে ক'যে ক্ষতি করেছে সে জন্য ক এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে ৪ টাকা ফিস জমা দিয়ে ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারবে। এক্ষেত্রে গাভীর মূল্য অনুর্ধ ৭৫,০০০/= টাকা হতে হবে।

৫। গবাদিপশু অনাধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ।
ক এর জমিতে খ এর গরু প্রবেশ করে পাকা ধান খেয়ে ক্ষতি করে। ক্ষতির পরিমাণ ৭৫,০০০/= টাকা। এই ক্ষতিপূরণের মামলা গ্রাম আদালতে বিচার করা যাবে।

৬। কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা The Agricultural Labour (Minimum Wages) Ordinance, 1984 অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক নূন্যতম মজুরী অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ ধারার (২) উপধারার বিধান মতে কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরী ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা কেবল মাত্র গ্রাম আদালতেই দায়ের করা যাবে।
ধরা যাক ক ২ মাস যাবত খ এর জমিতে কৃষিকাজ করেছে এবং তার প্রাপ্য মজুরির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার টাকা। বারবার তাগিদ সত্ত্বেও মজুরীর টাকা ও মজুরী সময়মতো না দেওয়ায় ক এর যে ক্ষতি হয়েছে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে খ ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় ক ঐ টাকা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যানের নিকট খ এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট দন্ডবিধির ধারাসমূহের বঙ্গানুবাদ

(অনুবাদটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়)

ধারা-৩২৩

স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তিঃ

যদি কেহ ৩৩৪ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাহাকেও আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ যে কাজে অন্যের দেহে ব্যথা লাগে, সেই কাজকে আঘাত বলে। যে কাজের ফলে অন্যের শরীরে রোগ প্রবেশ করে তাকেও আঘাত বলে। যে কাজে অন্যের শরীরে বিকলতা আসে, সেই কাজকেও আঘাত বলা হয়।

উদাহরণ- ক কোন প্ররোচনা ব্যতীত, সম্পূর্ণ বুঝে-জেনে, খ-কে একটি লাঠি দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করলে খ-এর পিঠে একটি সাধারণ ফোলা জখম হল। এই আঘাতকে "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত" এবং ক-কে "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাতকারী" বলা চলে।

ধারা-৩৩৪

প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করাঃ

যদি মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করে, যদি যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে তাহাকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া থাকে, বা যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আঘাত হইতে পারে বলিয়া তাহার জানা না থাকে তাহা হইলে আঘাতকারী একমাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- খ কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে ক, খ-কে একটি লাঠি দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করায় খ-এর পিঠে একটি সাধারণ ফোলা জখম হল। এই আঘাতকে প্ররোচিত হয়ে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত বলা চলে।

ধারা-৪২৬

ক্ষতিসাধনের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কাহারো ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৪২৫ ধারায় অনিষ্টের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তির অন্যায় লোকসান বা ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ

লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে জেনে কোন সম্পত্তি নষ্ট করে অথবা কোন সম্পত্তির কোন পরিবর্তন করে বা তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন করে যার ফলে ঐ সম্পত্তির মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথরা তা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি অনিষ্টসাধন করে বলে গণ্য হবে।

অনিষ্টের অপরাধ সংঘটিত হতে হলে এটি জরুরী নয় যে অপরাধীর বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতির অভিপ্রায় থাকতে হবে। এটি যথেষ্ট হবে যদি সে কোন সম্পত্তির ক্ষতি করে কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি করবার ইচ্ছা করে অথবা সে জানে যে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তিটি ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীণ কিনা এটি বিবেচ্য নয়।

যে ব্যক্তি কোন কাজ করে যা তার অথবা অন্যান্য ব্যক্তির এজমালি সম্পত্তিকে আক্রান্ত করে, এরূপ যেকোন কাজ দ্বারা অনিষ্ট সংগঠিত হতে পারে।

উদাহরণ- খ-এর লোকসান করবার ইচ্ছায় ক স্বেচ্ছায় খ-এর আংটি নদীতে নিক্ষেপ করল। ক অনিষ্টের অপরাধ করল।

ধারা-৪৪৭

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তিঃ

যদি কেহ অনধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখলীয় কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ করার ইচ্ছায় বা এইরূপ সম্পত্তির দখলে থাকা কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করবার ইচ্ছায় প্রবেশ করে, অথবা আইনানুগভাবে এরূপ কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করে, ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করবার অথবা কোন অপরাধ করবার ইচ্ছায় অবৈধভাবে সেখানে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি ”অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ” সংঘটিত করেছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- ক এই ইচ্ছায় খ এর দখলী জমিতে প্রবেশ করল যে সেখান হতে জোরপূর্বক ধান কেটে নিয়ে যাবে। ক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করল।

ধারা-১৪৩

বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে, তাহা হইলে সে ছয় মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ বিবেচ্য ও বিচার্য হচ্ছে এটি দেখা যে সংশ্লিষ্ট সমাবেশে পাঁচ হতে দশ জন (৫ হতে ১০ জন) লোকের সমাবেশ ঘটেছিল কিনা এবং ওই সমাবেশের ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য একই ছিল কিনা এবং দণ্ডবিধির ১৪১ ধারায় বর্ণিত পাঁচ প্রকার অপরাধের তৃতীয়টি অথবা চতুর্থটির যে কোন একটি অপরাধ সংঘটিত করা ওই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল কিনা। কোন সমাবেশে এই সবগুলি উপাদান উপস্থিত হলে সেটিকে বেআইনী সমাবেশ বলা যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে যে কোন অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্য প্রকার অপরাধ সংঘটিত করা।

চতুর্থটি হচ্ছে বেআইনী ভয় দেখিয়ে বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে সম্পত্তি দখল করা অথবা পথ বা পানির ব্যবহার বন্ধ করা অথবা অন্য কোন অধিকার হতে বঞ্চিত করা।

উদাহরণ- ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ বুঝে-জেনে, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এবং একত্রিত হয়ে ভ-এর যে রাস্তা দিয়ে চলবার অধিকার এবং ইচ্ছা আছে সেই রাস্তায় দৈহিকভাবে বাধা সৃষ্টি করে অথবা সেই রাস্তায় চলাচলের সময় চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টির ভয় দেখায় যেন ভ এর চলাচলে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ এর এই সমাবেশকে “বেআইনী সমাবেশ” বলা চলে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ এদের প্রত্যেককে, এবং অন্য কেহ সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে বা সমাবেশের উদ্দেশ্য জানবার পর অবস্থান করে সমাবেশে শরীক হলে তাকেও, বেআইনী সমাবেশে অংশগ্রহণের অপরাধে দায়ী করা যায়।

ধারা-১৪৭

দাঙ্গা করিবার শাস্তিঃ

কোন ব্যক্তি দাঙ্গা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঐ সমাবেশে কেহ দৈহিক বল-প্রয়োগ করলে তাকে দাঙ্গার অপরাধে দায়ী করা যায়।

উদাহরণ- ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ বুঝে-জেনে, কোন ব্যক্তির বাড়ি লুট করা কিংবা সম্পত্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মারপিট করার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ও একত্রিত হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে অংশগ্রহণ করে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ এদের প্রত্যেককে, এবং অন্য কেহ যদি সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে বা সমাবেশের উদ্দেশ্য জানবার পর অবস্থান করে সমাবেশে শরীক হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের প্রত্যেক কে, দাঙ্গার অপরাধে এবং বেআইনী সমাবেশে অংশগ্রহণের অপরাধে দায়ী করা যায় ।

ধারা-১৪১

বেআইনী সমাবেশঃ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে "বেআইনী সমাবেশ" বলা হয়। যদি উক্ত সমাবেশের ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়-

তৃতীয়ঃ কোন অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোন অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করিয়া বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিয়া কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করা কিংবা পানি ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা তাহাকে তাহার ভোগদখলে থাকা অন্য কোন অশরীরী অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা কোন অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা-১৬০

কলহ বা মারামারির শাস্তিঃ

কেহ কলহ বা মারামারির অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য সে এক মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা একশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: দণ্ডবিধির ১৫৯ ধারায় মারামারির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি; প্রকাশ্য স্থানে মারপিট করে জনশান্তি বিঘ্নিত করে; তারা "মারামারি" করে বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ- ক বাজারের মধ্যে খ-কে কিল-ঘুসি মারল এবং জবাবে খ'ও ক-কে কিল-ঘুসি মারল। ক ও খ উভয়েই মারামারির অপরাধ করেছে।

ধারা-৩৪১

অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তিঃ

যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তাহা হইলে সে একমাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে, তার যেদিকে যাবার অধিকার এবং ইচ্ছা আছে সেইদিকে যাওয়া হতে নিরস্ত করবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করাকে বা বাধা দেয়াকে, "অবৈধ বাধা" বলা চলে । এই অসুবিধা বা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা বাস্তবিকভাবে অথবা শুধু ভয় দেখিয়েও হতে পারে।

উদাহরণ- ক-এর যে রাস্তা দিয়ে চলবার অধিকার আছে খ সেই রাস্তায় দৈহিকভাবে বাধা সৃষ্টি করে অথবা সেই রাস্তায় চলাচলের সময় চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টির ভয় দেখায় যেন ক-এর চলাচলে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। খ-এর এই বাধাকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত "অবৈধ বাধা" বলা চলে। এভাবে যদি ক রাস্তায় চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে এখানে খ অবৈধভাবে বাধা দিয়েছে বলা চলে।

ধারা-৩৪২

অন্যায় আটকের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও আটক রাখে, তাহা হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে, তার যেদিকে যাবার অধিকার এবং ইচ্ছা আছে সেইদিকে যাওয়া হতে নিরস্ত করবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করাকে বা বাধা দেয়াকে, "অবৈধ বাধা" বলা চলে। এই অসুবিধা বা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা বাস্তবিকভাবে অথবা শুধু ভয় দেখিয়েও হতে পারে।

উদাহরণ- ক-এর যে রাস্তা দিয়ে চলবার অধিকার আছে খ সেই রাস্তায় দৈহিকভাবে বাধা সৃষ্টি করে অথবা সেই রাস্তায় চলাচলের সময় চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টির ভয় দেখায় যেন ক-এর চলাচলে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। খ-এর এই বাধাকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত "অবৈধ বাধা" বলা চলে । এভাবে যদি ক রাস্তায় চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে এখানে খ অবৈধভাবে বাধা দিয়েছে বলা চলে।

ধারা-৩৫২

গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তিঃ

মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনা ব্যতীত যদি কেহ কাহাকে আঘাত করে বা তাহার উপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে তাহা হইলে সে তিন মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনা এই ধারা অনুসারে কোন অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড লাঘব করিবে না যদি- প্ররোচনাটি অপরাধী অজুহাতস্বরূপ স্বয়ং কামনা করিয়া থাকে বা স্বেচ্ছায় উহার উস্কানি দিয়া থাকে, কিংবা প্ররোচনাটি মান্য করিয়া অনুষ্ঠিত কোন কার্যের ফলে অথবা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনানুসারে উক্ত সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনুষ্ঠিত কোন কার্যের ফলে ঘটিয়া থাকে, কিংবা আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইনসম্মত প্রয়োগ করিয়া কৃত কোন কার্যের ফলে প্ররোচনাটি ঘটিয়া থাকে।

প্ররোচনাটি এমন মারাত্মক ও আকস্মিক ছিল কিনা যাহার ফলে দণ্ড লাঘব হইতে পারে, তাহা ঘটনাগত প্রশ্ন।

ব্যাখ্যা ২: দণ্ডবিধির ৩৫০ ধারায় অপরাধজনক বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির উপর তার সম্মতি ছাড়া বলপ্রয়োগ করে কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অথবা যে ব্যক্তির উপর এ ধরণের বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষতি, ভয়-ভীতি বা বিরক্তি উদ্রেকের ইচ্ছায়,বা এ ধরণের বলপ্রয়োগের ফলে যে ব্যক্তির উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে জেনে তার উপর বলপ্রয়োগ করে; সেই ব্যক্তি উল্লিখিত অপর ব্যক্তির উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করেছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- ক ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে রাস্তায় ধাক্কা মারে। এখানে ক তার নিজের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে তার শরীর এমনভাবে সরিয়েছে যার ফলে খ এর সাথে ধাক্কা লেগেছে। এইভাবে সে খ এর উপর বলপ্রয়োগ করেছে; এবং সে যদি খ এর সম্মতি ছাড়া এরূপ করে এই অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে যে এর ফলশ্রুতিতে সে খ এর ক্ষতি, ভীতি বা রাগের উদ্রেগ ঘটাতে পারে তা হলে সে খ এর উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করল।

ধারা-৩৫৮

মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করাঃ

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করে কিংবা তাহার উপর অপরাধজনকভাবে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ উপরের ধারাটি ৩৫২ ধারার অনুরূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

ব্যাখ্যা ২ঃ দণ্ডবিধির ধারা ৩৫২ এর ব্যাখ্যাতে অপরাধজনক বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। দন্ডবিধির ধারা ৩৫১-তে আক্রমণের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয় যা কোন উপস্থিত ব্যক্তির মনে এরূপ আশংকা জন্মাবে যে, যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয় সে ঐ ব্যক্তির উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করতে যাচ্ছে, সেই ব্যক্তি আক্রমণ করে বলে গণ্য হবে।

এই ধারা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ভিকটিমের গুরুতর এবং হঠাৎ প্ররোচনার ফলে আক্রমণ বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে।

উদাহরণ- ক-কে অশ্লীল গালি দেবার সাথে সাথে ক একটি লাঠি নিয়ে খ কে মারতে উদ্যত হল। ক দন্ডবিধির ৩৫৮ ধারার অপরাধ করল।

ধারা-৫০৪

শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করাঃ

যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোন ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে প্ররোচনা দান করে এবং অনুরূপ প্ররোচনার ফলে যাহাতে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ করে, তদুদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ প্ররোচনার ফলে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিতে পারে বা অন্য কোন অপরাধ করিতে পারে বলিয়া জানা সত্ত্বেও যদি তাহা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে যদি, এমনভাবে অপমান ও প্ররোচিত করা হয় যার দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি কর্তৃক শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, তবে এই ধারার বিধান অনুযায়ী তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- ক সম্পূর্ণরূপে ফলাফল বুঝে-জেনে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে এমনভাবে অপমান করল এবং তদ্দ্বারা তাকে প্ররোচনা দান করল যাতে অনুরূপ প্ররোচনার ফলে খ অপমানিত হয়ে শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ করে। ক-এর এরূপ কাজ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক এই ধারার বিধানানুযায়ী “ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা ও অপমান” করেছে বলে এই ধারার বিধানানুযায়ী তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

ধারা-৫০৬ (প্রথম অংশ)

অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যাক্তিকে তার দেহের, খ্যাতির, সম্পত্তির কিংবা সে ব্যাক্তির সাথে যার স্বার্থ জড়িত আছে এমন কোন ব্যক্তির দেহের বা খ্যাতির ক্ষতি করবার হুমকি দেয় অথবা সে ব্যক্তিকে এরূপ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করে যা আইনত সে করতে পারেনা অথবা কোন কাজ করা থেকে বিরত করে যা সে আইনত করতে পারে, ঐ ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করে।

উদাহরণ- ক, একটি দেওয়ানী মামলা থেকে খ কে বিরত রাখার জন্য খ এর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। ক অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করল যা এই ধারার বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

ধারা-৫০৮

কোন ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোন কাজ করানোর শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও এরূপ বিশ্বাস করায় যে, সে যে কার্যটি করিতে আইনত বাধ্য নয়, সে কার্যটি যদি সে না করে, কিংবা যে কার্য করিতে আইনত বাধ্য সে কার্যটি করা হইতে বিরত না হয়,

তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বীয় কোন কার্য দ্বারা তাহাকে বা তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধাতার রোষানলে পতিত করিবে এবং ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়া উদ্দিষ্ট কার্যটি করায় বা করা হইতে বিরত রাখে কিংবা করাইবার, বা করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে, অপর ব্যক্তি অথবা তার সাথে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কারো প্রতি ঐশ্বরিক বালা-মুসিবত নেমে আসবার ভীতি প্রদর্শন করে যদি, উক্ত অপর ব্যক্তিকে দিয়ে এমন কোন কাজ করায় বা করাতে চেষ্টা করে অথবা কোন একটি কাজ করা হতে বিরত রাখে বা রাখতে চেষ্টা করে; তবে এই ধারার বিধানানুযায়ী তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- ক খ-এর দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে থেকে এটি বিশ্বাস করাতে চায় যে, এর ফলে খ এর জন্য ঐশ্বরিক বালা-মুসিবত নেমে আসবে এবং এভাবে সে খ-কে দিয়ে কোন একটি কাজ করায় বা করাতে চেষ্টা করে অথবা কোন একটি কাজ করা হতে বিরত রাখে বা রাখতে চেষ্টা করে। আইন ক-এর এই কাজটিকে একটি অপরাধমূলক কাজ গণ্য করবে। ক-এর এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক "অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন" করেছে বলে এই ধারার বিধানানুযায়ী তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

ধারা-৫০৯

কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ করার শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শুনিতে পায় এমনভাবে কোন কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ নারীর শ্লীলতাকে অপমানের উদ্দেশ্যে, কোন কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, কোন নারীর শ্লীলতাকে অপমান করলে অথবা কোন নারীর গোপনীয়তা লংঘন করলে, এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- ক বুঝে-জেনে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে একই গ্রামের একজন নারী খ-কে সে শুনতে পায় এমনভাবে এমন কোন কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা খ যাতে দেখতে পায় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, অথবা খ-এর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। ক-এর এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় "নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা বলা, অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ করার" অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৫১০

মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করে, বা কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং এমন আচরণ করে, যাহার ফলে কাহারও বিরক্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দশ টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে অথব অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে কারো বিরক্তির উদ্রেক করলে এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- ক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে অথবা খ-এর বাসায় যেয়ে এমন কিছু করে যা কারো বা খ-এর বিরক্তির উদ্রেক করলো। এখানে ক এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৩৭৯

চুরির শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তার দখলাধীন কোন সম্পত্তি, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করাকে চুরি বলা যায়।

উদাহরণ ৩৭৯- আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, ক সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে খ-এর দখলে থাকা কোন জমি হতে একটি গাছ কাটে। সে খ-এর সম্মতি ছাড়াই গাছটি নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে কাজটি করে। এখানে ক খ-এর জমি হতে গাছটি নিয়ে যাবার ইচ্ছায় গাছটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে চুরির অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক "চুরি" করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৩৮০

বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরিঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করে, যে গৃহ, তাঁবু বা জলযানে মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, ক সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে খ-এর দখলে থাকা কোন গৃহ, অথবা, যে গৃহ মানুষের বাসস্থান হিসেবে কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয়

(যেমন, গুদাম) এরূপ কোন স্থান হতে একটি অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থানান্তর করে। সে খ-এর সম্মতি ছাড়াই অস্থাবর সম্পত্তিটি নিয়ে যাবার অসৎ অভিপ্রায়ে কাজটি করে। এখানে ক উপরোক্ত যে কোন একটি স্থান হতে অস্থাবর সম্পত্তিটি নিয়ে যাবার ইচ্ছায় স্থানান্তর করবার সঙ্গে সঙ্গে চুরির অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক "বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি" করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৩৮১

কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি, কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের দখলভক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- ১-আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, খ-এর কর্মচারী বা চাকর ক সম্পূর্ণরূপে

বুঝে-জেনে খ-এর দখলে থাকা কোন অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থানান্তর করে। সে খ-এর সম্মতি ছাড়াই অস্থাবর সম্পত্তিটি নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে কাজটি করে। এখানে ক, খ-এর দখল হতে অস্থাবর সম্পত্তিটি নিয়ে যাবার ইচ্ছায় স্থানান্তর করবার সঙ্গে সঙ্গে চুরির অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক কর্তৃক "কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির" অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- ২- খ ক-এর চাকর। খ ক-কে তার ছাগলের পাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। খ ক-এর সম্মতি ছাড়াই ছাগলের পালটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক কর্তৃক "কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির" অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪০৩

অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে কিংবা উহা তাহার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১: অসাধু আত্মসাৎ হবে তখন যখন এ ধারার অধীন আত্মসাৎ হবে

ব্যাখ্যা ২: কোন ব্যক্তি কারো দখলে নেই এধরনের সম্পত্তি যদি রক্ষা করার জন্য অথবা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করে, তবে সম্পত্তিটি সে অসাধুভাবে গ্রহণ করেনি বা আত্মসাৎ করেনি, এবং কোন অপরাধে অপরাধী হয়নি; তবে সে উল্লিখিত অপরাধে অপরাধী হবে যখন মালিককে সে চেনে অথবা মালিককে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থাকে অথবা মালিককে পাওয়ার গ্রহণযোগ্য উপায়

অবলম্বন না করে এবং মালিককে নোটিশ না দেয় এবং সম্পত্তিটি মালিকের দাবির জন্য গ্রহণযোগ্য সময় না রেখে যদি সে ইহা নিজে ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে।

উদাহরণ- ক ও খ দুইজনে একটা রিক্সার মালিক। নিজে ব্যবহার করিবার জন্য ক একদিন রিক্সাটা নিয়ে যায়। এখানে সে কোন অপরাধ করেনি নাই। তবে যখন সে রিক্সাটা বা তার আয় খ-কে ফেরত না দিয়ে একাই ভোগ দখল করে তখন সে আত্মসাৎ এর অপরাধে অপরাধী।

ধারা-৪০৬

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তিঃ
যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: প্রকাশ্য বা উহ্য যে কোন আইনী চুক্তির দ্বারা ন্যস্তকৃত বিশ্বাসের বলে, অপরের কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত সম্পত্তির অথবা বৈষয়িক-অধিকারের নিয়ন্ত্রণ বা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বে থেকে উক্ত চুক্তির শর্তের চেয়ে অতিরিক্ত বৈষয়িক লাভ গ্রহণ বা শর্তভঙ্গ করার মাধ্যমে আমানতদারীর খেয়ানত দ্বারা অভিযোগকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্ষতিসাধন হলে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ-১ - খ-এর দখলে থাকা কোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় খ-এর সম্মতি ব্যতীতই ক সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে সম্পত্তিটি নিজের ব্যবহারে এনে ভোগ দখল করে অথবা নিজের সম্পত্তি হিসেবে বিক্রি করে দেয়। সে খ-এর বিশ্বাসের সুযোগেই কাজটি করে। এখানে ক সম্পত্তিটি নিজের ব্যবহারে এনে ভোগ দখল করবার অথবা নিজের সম্পত্তি হিসেবে বিক্রি করবার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য।

ধারা-৪১৭

প্রতারণার শাস্তিঃ
যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি কর্তৃক অসাধু ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য কোনকিছু বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে, কোন সম্পত্তি প্রদানে কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিতে সম্মত হতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার দ্বারা; কিংবা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু করানোর দ্বারা বা কোন কিছু করা হতে বিরত রাখার দ্বারা; উক্তরূপে প্রতারিত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে বা ক্ষতিসাধন হবার সম্ভাবনা উদ্ভব হলে প্রতারণার অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- ক কোন একটি গিল্টি করা গয়নাকে সোনার গয়না হিসেবে খ-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। সে খ-এর কাছে সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে কাজটি করে। এখানে ক গিল্টি করা গয়নাটি সোনার গয়না হিসেবে খ-এর কাছে বিক্রি করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণার অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য।

ধারা-৪২০

প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান জামানতের সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি কর্তৃক অসাধু ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য কোনকিছু বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে, কোন সম্পত্তি প্রদানে কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিতে সম্মত হতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার দ্বারা; কিংবা প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান জামানতের অথবা জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধন করা বা করতে দিতে সম্মত হবার দ্বারা; উক্তরূপে প্রতারিত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে বা ক্ষতিসাধন হবার সম্ভাবনা উদ্ভব হলে এই ধারার অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- ক কোন একটি জাল চেককে আসল চেক হিসেবে কোন একটি বাণিজ্যিক লেনদেনে পাওনা পরিশোধ বাবদ খ-এর কাছে হস্তান্তর করে। সে সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে কাজটি করে। এখানে ক জাল চেককে আসল চেক হিসেবে খ-এর কাছে হস্তান্তর করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্রবৃত্ত করার অপরাধ হয়েছে। ক-এর এরূপ অপরাধ এই ধারার অধীনে বিচার্য।
অসৎভাবে কোন কিছু গোপন করলে তা'ও প্রতারণা হিসাবে গন্য হতে পারে যা এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধারা-৪২৭

অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্দারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৪২৫ ধারায় অনিষ্টের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তির অন্যায় লোকসান বা ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে জেনে কোন সম্পত্তি নষ্ট করে অথবা কোন সম্পত্তির কোন পরিবর্তন করে বা তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন করে যার ফলে ঐ সম্পত্তির মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথবা তা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি অনিষ্টসাধন করে বলে গণ্য হবে।

অনিষ্টের অপরাধ সংঘটিত হতে হলে এটি জরুরী নয় যে অপরাধীর বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতির অভিপ্রায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট হবে যদি সে কোন সম্পত্তির ক্ষতি করে কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি করবার ইচ্ছা করে অথবা সে জানে যে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তিটি ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীণ কিনা এটি বিবেচ্য নয়।

যে ব্যক্তি কোন কাজ করে যা তার অথবা অন্যান্য ব্যক্তির এজমালি সম্পত্তিকে আক্রান্ত করে এরূপ যেকোন কাজ দ্বারা অনিষ্ট সংগঠিত হতে পারে।

উদাহরণ- খ-এর লোকসান করবার ইচ্ছায় ক স্বেচ্ছায় খ-এর আংটি নদীতে নিক্ষেপ করল। ক অনিষ্টের অপরাধ করল।

ধারা-৪২৮

দশ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, অপর কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন জন্তুর, ধ্বংস বা এমনভাবে ক্ষতিসাধন করে অথবা সম্পত্তিটির কিংবা তার কোন একটি অংশের এমন পরিবর্তন করে যে উক্ত সম্পত্তিটির মূল্য নষ্ট হয়ে যায় বা কমে যায়, তবে উক্ত ব্যক্তি "অনিষ্টসাধন" করেছে বলে তাকে "অনিষ্টসাধনকারী" বলা যেতে পারে।

উদাহরণ- আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, ক সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে খ-এর দখলে থাকা/মালিকানাধীণ, দশ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের, এক বা একাধিক হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা ষাঁড় অথবা অন্য কোন পশু হত্যা করে, বিষ প্রয়োগ করে, বিকলাঙ্গ করে বা অকেজো করে পশুটির অবস্থার এমন পরিবর্তন করল যে উক্ত পশুটির মূল্য নষ্ট হয়ে গেল বা কমে গেল। ক-এর এরূপ অনিষ্টসাধন এই ধারার অধীনে বিচার্য, এবং এই ধারার বিধানানুযায়ী ক-এর অপরাধ প্রমাণ হলে ক-কে "অনিষ্টসাধনের অপরাধে অপরাধী" বলা যেতে পারে।

ধারা-৪২৯

যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোন পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি যেকোন মূল্যের হাতী, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাড়, গাভী বা গরু, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের অন্য কোন পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্টসাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনভাবে, ক সম্পূর্ণরূপে বুঝে-জেনে খ-এর দখলে থাকা যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তার চেয়ে বেশী মূল্যের অন্য যেকোন পশুকে হত্যা করে, বিষ প্রয়োগ করে, বিকলাঙ্গ করে বা অকেজো করে পশুটির অবস্থার এমন পরিবর্তন করল যে উক্ত পশুটির মূল্য নষ্ট হয়ে গেল বা কমে গেল। ক-এর এরূপ অনিষ্টসাধন এই ধারার অধীনে বিচার্য। এখানে ক এই ধারার বিধানানুযায়ী “অনিষ্টসাধন” করেছে বলে সে “ অনিষ্টসাধনকারী” হিসেবে গণ্য হবে।

হলফনামা আইন, ১৮৭৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ
(১৮৭৩ সনের ১০নং আইন)
(অনুবাদটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়)

ধারা-৮
আদালতের কতিপয় হলফ প্রদানের ক্ষমতা

কোন বিচার কার্যক্রম কোন পক্ষ বা সাক্ষী তৃতীয় কোন পক্ষের ক্ষতিকারক বা অশালিন বা বিচারের পরিপন্থী নহে এমন কোন গোত্রের অবশ্য পালনীয় নীতি বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে হলফ করিয়া বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিতে, চাহিলে এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, উপযুক্ত বিবেচনায় আদালত তাহাকে অনুরূপ হলফ বা প্রতিজ্ঞা/সত্য পাঠ করাইতে পারিবেন।

ধারা-৯
প্রতিপক্ষের প্রস্তাবমতে আদালতের কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে হলফ বা সত্য পাঠ করানোর ক্ষমতা।

৮ ধারায় উল্লিখিত রূপে যদি কোন বিচারিক কার্যক্রমের কোন পক্ষ ঐরূপ শপথে আবদ্ধ হইবার বা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য দানের প্রস্তাব করে এবং যদি ঐরূপ কার্যক্রমে অন্য পক্ষ বা সাক্ষী কর্তৃক ঐরূপ শপথ গ্রহণ অথবা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়া থাকে, তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে ঐরূপ পক্ষ বা সাক্ষীকে উক্ত শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিবে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বা করাইতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে হাজির হইয়া এইরূপ প্রশ্নের জবাব দানের জন্য কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে বাধ্য করা যাইবে না।

ধারা-১০
সম্মত থাকিলে হলফ প্রদান।

যদি এইরূপ কোন পক্ষ বা সাক্ষী উক্ত প্রকার হলফ করিতে বা সত্যপাঠে সম্মত হন, আদালত হলফ বা সত্য পাঠ করাইবেন বা যদি ইহা এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, যাহা আদালতের বাহিরে করানো অধিকতর সুবিধাজনক হইবে তাহা হইলে কাহাকেও কমিশন নিয়োগপূর্বক উহা প্রদান/পাঠ করানো যাইবে এবং সত্যপাঠপূর্বক সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ উহা আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

ধারা-১১
সত্যপাঠ পুর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

হলফ বা সত্যপাঠপূর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উহাতে বর্ণিত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৭৬ সালের গ্রাম-আদালত বিধিমালা

১। এই বিধিমালা ১৯৭৬ সালের গ্রাম-আদালত বিধিমালা নামে অভিহিত হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত কোন ফরম;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ ১৯৭৬ সালের গ্রাম-আদালত অধ্যাদেশ (১৯৭৬ সালের ৬১ নং অধ্যাদেশ);

(গ) "ভাগ" অর্থ এই অধ্যাদেশের তফসিলের কোন ভাগ;

(ঘ) "আবেদনকারী" অর্থ এই অধ্যাদেশের ৪ ধারার অধীন যিনি কোন আবেদন করেন;

(ঙ) "প্রতিবাদী" অর্থ এই অধ্যাদেশের ৪ ধারার অধীন যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়; এবং

(চ) "ধারা" অর্থ এই অধ্যাদেশের কোন ধারা।

৩। (১) ৪ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক আবেদন লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) (১) উপ-বিধিতে বর্ণিত আবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হইয়াছে উহার নাম;

(খ) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

(গ) প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

(ঘ) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মামলার কারণের উদ্ভব হইয়াছে উহার নাম;

(ঙ) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন; এবং

(চ) প্রার্থিত প্রতিকার।

(৩) এই বিধি মোতাবেক মামলা প্রথম ভাগের সহিত সম্পর্কিত হইলে দুই টাকা এবং দ্বিতীয় ভাগের সহিত সম্পর্কিত হইলে আবেদনপত্রের সহিত চার টাকা ফিস জমা দিতে হইবে।

৪। যেক্ষেত্রে ৪ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদন অগ্রাহ্য হয় সেইক্ষেত্রে তাহা উক্ত অগ্রাহ্যের আদেশ সমেত আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিতে হইবে।

৫। (১) আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ৪ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক পুনর্বিচারের জন্য তাহা যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন মুনসেফের (সহকারী জজ) নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) (১) উপ-ধারা মোতাবেক আবেদন লিখিত এবং আবেদনকারীর স্বাক্ষর যুক্ত হইতে হইবে, এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা থাকিতে হইবে, উহার সহিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক বাতিল বা প্রত্যর্পিত মূল আবেদনপত্রটি জমা দিতে হইবে এবং তাহাতে পুনর্বিচারের আবেদনের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। ৪ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক যে মুনসেফের (সহকারী জজ) নিকট আবেদন করা হয় তিনি যদি মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ দিয়াছেন তাহা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বা যথার্থই অন্যায় তাহা হইলে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আবেদনপত্র গ্রহণ করার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়া আবেদনকারীকে উহা ফেরত দিবেন।

৭। (১) যখন কোন আবেদনপত্র গৃহীত হয়, উহার বিবরণ ১নং ফরমে রক্ষিত রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত রেজিস্টার বহি অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সনও আবেদনপত্রের উপর লিখিতে হইবে।

(২) কোন মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য ৮ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) বা মুনসেফ (সহকারী জজ) কর্তৃক ফেরত পাঠান হইলে ক্ষেত্রমত মামলাটি নূতন করিয়া ১নং ফরমের রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং নূতন আবেদন হিসাবে উহার শুনানী গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। (১) আবেদনপত্র ৭ বিধি মোতাবেক রেজিস্ট্রি করিবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিবেন এবং প্রতিবাদীকেও অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হওয়ার জন্য সমন দিবেন।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত প্রত্যেক সমন, দুই প্রস্থে লিখিত এবং গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর ঐরূপে তাহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে।

(৩) অন্য প্রকার বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত প্রত্যেক সমন ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারী অথবা ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জারী করিবেন।

(৪) যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হয় সম্ভব হইলে, সমনের একটি প্রস্থ তাহাকে অর্পণ করিয়া বা তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া উক্ত সমন তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী করিতে হইবে।

(৫) যাহাদের উপর সমন জারী করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকে সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমন প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর দান করিবেন।

(৬) যথাবিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারী করা সম্ভব না হইলে সমন জারীকারক কর্মচারী দুই প্রস্থ সমনের এক প্রস্থ সমন প্রদত্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ যে বাড়ীতে বসবাস করে, উহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন এবং তদদ্বারা উক্ত সমন যথাবিহিতভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হয় সে যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাহিরে বাস করে, তাহা হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম- আদালতের চেয়ারম্যান রেজিস্ট্রী ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারী করাইতে পারেন এবং আবেদনকারীকে এই বাবদ খরচ বহন করিতে হইবে।

৯। (১) প্রতিবাদীর প্রতি সমন ২নং ফরমে হইবে।
(২) সাক্ষীর প্রতি সমন ৩নং ফরমে হইবে।

১০। প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করা হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষগণকে সাত দিনের মধ্যে তাহাদের সদস্য মনোনয়ন করিতে বলিবেন এবং এইরূপে মনোনীত সদস্যগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লইয়া গ্রাম-আদালত গঠিত হইবে।

১১। সদস্যগণের নাম পাইবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ১নং ফরমের রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট কলামে সদস্যগণের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২। (১) গ্রাম-আদালত রায় প্রদান করিবার পূর্বে যে কোন সময়ে ৫ ধারার (২) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন কারণে ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিতে অসমর্থ হইলে অথবা তাহার পক্ষপাতিত্বহীনতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইলে মহকুমা প্রশাসক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) তৎসম্পর্কে ক্ষেত্রমত পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে তথ্য জ্ঞাত হইবার পর অথবা উক্ত পক্ষের লিখিত

কোন আবেদন প্রাপ্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সদস্যকে (বিবাদের কোন পক্ষ কর্তৃক তাহার সদস্যরূপে মনোনীত সদস্য নহেন) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(২) (১) উপ-বিধি মোতাবেক গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মহকুমা প্রশাসক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) গ্রাম আদালতের কার্যধারা স্থগিত রাখিবেন।

(৩) (১) উপ-বিধি মোতাবেক নিযুক্ত গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নাম ১নং ফরমের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৩। গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর, গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে তিন দিনের মধ্যে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার লিখিত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন, এবং গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন এবং পক্ষগণকে তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

১৪। (১) গ্রাম আদালত ১৩ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে মামলাটির বিচার করিবেন তবে পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে, গ্রাম-আদালত সময় সময়ে মামলার শুনানী মুলতবী রাখিতে পারিবেন কিন্তু মুলতবীর মেয়াদ কোন ক্ষেত্রেই একত্রে সাত দিনের অধিক হইবে না।

(২) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্মতঃ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বা শপথ গ্রহণপূর্বক বিবৃতি প্রদান করিতে নির্দেশ দিবেন এবং উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন বা করাইবেন।

(৩) গ্রাম আদালত উক্ত মামলার যেকোন পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের যে কোন বিষয় সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

১৫। (১) যদি কোন ক্ষেত্রে আবেদনকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হাজির হইবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এবং গ্রাম-আদালতের মামলার শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, এবং ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান যদি মনে করেন যে, সে নিজের মামলা পরিচালনায় অবহেলা করিতেছে তাহা হইলে তাহার ত্রুটির কারণে উক্ত আবেদন নাকচ করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে (১) উপ-বিধি মোতাবেক কোন আবেদনপত্র নাকচ হইয়া যায় সেইক্ষেত্রে উহা পুনর্বহালের জন্য নাকচ হওয়ার তারিখের দশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের অথবা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত ভাবে আবেদন করিবেন, এবং যদি উক্ত চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে তাহার অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ ছিল

এবং তিনি অবহেলাবশতঃ ঐরূপ কাজ করেন নাই, তাহা হইলে, উক্ত চেয়ারম্যান আবেদনটি পুনর্বহাল করিতে এবং উহার শুনানীর তারিখ ধার্য করিতে পারেন।

১৬। (১) যদি কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদী মামলার শুনানীর জন্য গ্রাম আদালতে নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন এবং যদি, গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের মতে, তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেই মামলাটি শুনানী এবং নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে (১) উপ-বিধি মোতাবেক প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে কোন মামলার শুনানী হয় এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলার পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশ দিনের মধ্যে প্রতিবাদী গ্রাম আদালতের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ ছিল এবং তিনি অবহেলাবশতঃ ঐরূপ কাজ করেন নাই, তাহা হইলে চেয়ারম্যান মামলাটি পুনর্বহাল করিবেন এবং উহার পুনঃশুনানীর জন্য তারিখ ধার্য করিবেন।

১৭। (১) গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান ১নং ফরমের রেজিস্টারে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) উপ-বিধি মোতাবেক লিপিবদ্ধ প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে কিনা, এবং যদি উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হইয়াছে তাহার অনুপাতের উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮। গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান উক্ত আদালতের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিবেন।

১৯। (১) ৮ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র আবেদনকারী কর্তৃক লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা এবং আবেদনের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত গ্রাম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী বা আদেশের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং অনুলিপিটি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিজ স্বাক্ষরে প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

২০। প্রত্যেক মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ৪নং ফরমে একটি ডিক্রী প্রদান করা হইবে যাহা গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

২১। (১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ৫নং ফরমে ডিক্রী রেজিস্টারে উক্ত ডিক্রী লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ক্ষেত্রমত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) অথবা মুনসেফ (সহকারী জজ) কর্তৃক ৮ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত কোন আদেশ যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানাইতে হইবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তদনুযায়ী উক্ত ডিক্রী বা আদেশ সংশোধন করিবেন এবং ৫নং ফরমে ডিক্রী রেজিস্ট্রারেও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেই মর্মে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২২। গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করিবেন সেই মেয়াদের মধ্যে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু কোনক্রমেই উক্ত মেয়াদ চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

২৩। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ কোন আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে পঁচাত্তর পয়সা ফিস প্রদানের পর, গ্রাম-আদালতের বিবাদ সম্পর্কিত নথি-পত্র পরিদর্শন করিবার অনুমতি দিবেন।

২৪। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পঞ্চাশ পয়সা হারে ফিস প্রদানের পর, সংশ্লিষ্ট নথি-পত্র অথবা এই বিধিমালা মোতাবেক রক্ষিত কোন রেজিস্টারে লিপিভুক্ত বিষয় বা উহার অংশ বিশেষের নকল সরবরাহ করিবেন।

২৫। (১) ১০ বা ১১ ধারা মোতাবেক কোন জরিমানা প্রদান করা হইলে বা ১২ ধারা মোতাবেক তাহা আদায় করা হইলে অথবা এই বিধিমালা মোতাবেক কোন ফিস আদায় করা হইলে, ৬নং ফরমে উহার একটি রসিদ প্রদান করিতে হইবে যাহাতে ক্রমিক নম্বর থাকিতে হইবে এবং উহার মুড়িপত্র ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা রাখিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রাপ্ত সকল জরিমানা ও ফিস ৭নং ফরমে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২৬। এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদেয় সকল ফিস ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৭। আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের ক্রমানুসারে মামলার রেজিস্টার এবং ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহের ক্রমিক নম্বর প্রত্যেক বৎসরে দিতে হইবে।

২৮। গ্রাম-আদালতের সকল নথি-পত্র এবং রেজিস্টার ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা দিতে হইবে এবং রেজিস্টারসমূহ ১০ বৎসর ও অন্যান্য নথিপত্র ৩ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে।

২৯। ৯ ধারার ৩ উপ-ধারা মোতাবেক কোন অর্থ আদায় করিতে হইলে, বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে উহা আদায় করিবার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ৮নং ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান তাহা মহকুমা অফিসারের (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩০। ১২ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণের বিবরণ সম্বলিত আদেশ ৯ নং ফরমে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩১। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারি এবং ১লা আগস্টের পূর্বে যথাক্রমে ৩১শে ডিসেম্বর ও ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী ছয় মাসে গ্রাম আদালতের কার্যাবলী সম্পর্কে ১০নং ফরমে মহকুমা প্রশাসকের (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) নিকট একটি রিটার্ণ প্রেরণ করিবেন।

৩২। গ্রাম-আদালত যদি মনে করেন যে, সুবিচারের উদ্দেশ্যে উহার বিচারাধীন কোন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে গ্রাম-আদালত ১১ নং ফরমে মামলাটি ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন।

৩৩। সমন অনুযায়ী অথবা প্রকারান্তরে প্রতিবাদী হাজির হইলে এবং দাবী বা বিবাদ স্বীকার করিলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবী পূরণ করিলে, গ্রাম-আদালত গঠন করা হইবে না।

৩৪। গ্রাম-আদালত বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কোন পক্ষকে প্রদেয় কোন অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহা তজ্জন্য আবেদনের তারিখ হইতে যথাসম্ভব সাত দিনের মধ্যে উক্ত পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

৩৫। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে গ্রাম-আদালতের একটি সীলমোহর রাখিতে হইবে, যাহা গোলাকার এবং “গ্রাম-আদালত” শব্দাবলী ও ইউনিয়ন পরিষদের নামাঙ্কিত হইতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত সকল সমন, আদেশ, ডিক্রী, নকল এবং অন্যান্য দলিল-পত্রে আদালতের সীলমোহর ব্যবহার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
খ.না.হুসেন,
উপ-সচিব।

১ নং ফরম

[৭ বিধি দ্রষ্টব্য]

মামলার রেজিস্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বৎসর।	মামলার নম্বর।	মামলা গ্রহণের তারিখ।	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।	প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।	আবেদনকারীর সদস্যগণের নাম।	প্রতিবাদীর সদস্যগণের নাম।	গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যানের নাম।	বিরোধের বিষয়বস্তু ও উহার মূল্যায়ন।	প্রতিবাদীর আপত্তি থাকিলে উহার সারাংশ।	সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত কিনা এবং তাহা না হইলে সংখ্যা গরিষ্ঠতার অনুপাত।	এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজের কোন আদেশ থাকিলে উহার সারাংশ এবং অনুরূপ আদেশের তারিখ।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

২ নং ফরম

[৯ (১) বিধি দ্রষ্টব্য]

প্রতিবাদীর প্রতি সমন

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বরাবর...........................

....

যেহেতু...এর..............................সংক্রান্ত অভিযোগ/দাবী সম্পর্কে তাহার আবেদনপত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন; সেইহেতু, এতদ্বারা আপনাকে.......................... সালের.................মাসের................তারিখ.....................টার সময় আমার নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া গেল।

তাং ....

....

গ্রাম-আদালত / ইউনিয়ন পরিষদ -এর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সীলমোহর ....

৩ নং ফরম

[৯(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

সাক্ষীর প্রতি সমন

....ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম-আদালতের.......................................নং মামলায়

....আবেদনকারী বনাম...

বরাবরে ....

....

যেহেতু উপরি-উল্লিখিত মামলায় আবেদনকারী/প্রতিবাদীর পক্ষে কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া এবং/অথবা নিম্নে বর্ণিত দলিলপত্র পেশ করিবার জন্য আপনার উপস্থিতি আবশ্যক; সেইহেতু এতদ্দ্বারা আপনাকে...................সালের ....মাসের.....................তারিখে ব্যক্তিগতভাবে এই আদালত সমক্ষে হাজির হইবার এবং নিম্নলিখিত দলিলপত্র সঙ্গে আনয়ন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেলঃ-

১।..

২।..

৩।..

আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আপনি যদি এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে গ্রাম-আদালত (সংশোধন) আইন-২০১৩ এর বিধানাবলী মোতাবেক অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

.... সালের..................... মাসের................... তারিখ।

....

গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

সীলমোহর.............................

৪ নং ফরম

[২০ বিধি দ্রষ্টব্য]

ডিক্রী বা আদেশের ফরম

....ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম-আদালতে

১ নং ফরমের .... নং মামলা-

.... আবেদনকারী।

বনাম

.... প্রতিবাদী।

....এর দাবী।

অদ্য আবেদনপত্রখানি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অত্র গ্রাম-আদালত সমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে/.......

..........................জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আদেশ প্রদান করিতেছি যে,...

....

....

....

....

তাং..................... ২০ ।

....

সীলমোহর............................

গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

৫ নং ফরম

[২১ বিধি দ্রষ্টব্য]

ডিক্রী এবং আদেশের রেজিস্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ

বৎসর।	ক্রমিক নং।	১ নং ফরমের মামলার নম্বর এবং বৎসর।	আবেদনকারীর নাম।	প্রতিবাদীর নাম।	ডিক্রী বা আদেশের তারিখ।	ডিক্রী বা আদেশের বিবরণ।	গ্রাম-আদালতের সম্মুখে দাবী মিটানো হইয়াছে কিনা।	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী জজ কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা।	যে তারিখের পূর্বে ডিক্রীর দাবী মিটাইতে হইবে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে তাহা।	দাবী মিটানোর তারিখ।	যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ডিক্রীর দাবী মিটানো অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ।	মন্তব্য।
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

নং.............................

৬ নং ফরম

[২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানার রসিদ

১। ইউনিয়ন পরিষদের নাম...

২। প্রদানকারীর নাম...

৩। প্রদত্ত ফিস বা জরিমানার পরিমাণ.......................................

৪। বিবরণ..

৫। প্রদানের তারিখ ....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান -এর স্বাক্ষর

সীলমোহর

নং.............................

৬ নং ফরম

[২৫(১) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানার রসিদ

১। ইউনিয়ন পরিষদের নাম...

২। প্রদানকারীর নাম...

৩। প্রদত্ত ফিস বা জরিমানার পরিমাণ.......................................

৪। বিবরণ..

৫। প্রদানের তারিখ ....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / গ্রাম-আদালতের চেয়ারম্যান -এর স্বাক্ষর

সীলমোহর

৭ নং ফরম

[২৫(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানার রেজিস্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং।	প্রদানকারীর নাম।	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ।	বিবরণ।	প্রাপ্তির তারিখ।	৬নং ফরমে রসিদের নম্বর।	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৮ নং ফরম*

অর্থআদায়

[২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]

.... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবরে .... উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

....

....

যেহেতু ১৯ .... সালের .... নম্বর মামলা সংক্রান্ত .... টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইনের ৯ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক .... এর নিকট হইতে উক্ত অর্থ আপনি আদায় করিবেন এবং তাহা .... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ..

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর

* গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর পরিপেক্ষিতে এই ফরম এর কার্যকারীতা নেই।

৯ নং ফরম*

জরিমানা আদায়

[৩০ বিধি দ্রষ্টব্য]

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বরাবরে ....

....

(নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট)..

যেহেতু .... (ঠিকানার) নাম.............................. এর উপর .... টাকা জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে এবং তাহা আদায় হয় নাই; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ২০০৬ সালের গ্রাম আদালত আইনের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক আপনি উক্ত জরিমানা আদায় করিবেন এবং তাহা .... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ..

গ্রাম আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সিলমোহর..

* গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর পরিপেক্ষিতে এই ফরম এর কার্যকারীতা নেই।

১০ নং ফরম

[৩১ নং বিধি দ্রষ্টব্য]

গ্রাম-আদালতের ষান্মাষিক রিটার্ণ

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

১। বৎসর..

২। দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা...

৩। নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ....

৪। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ....

৫। যে সকল মামলা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে উহাদের সংখ্যা...

৬। আদায়কৃত ফিস ....

৭। ধার্যকৃত জরিমানা ....

৮। আদায়কৃত জরিমানা ....

তারিখ..............................

....
ইউনিয়ন পরিষদের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

সীলমোহর........................

১১ নং ফরম

[৩২ নং বিধি দ্রষ্টব্য]

ফৌজদারী আদালতে মামলা হস্তান্তর

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বরাবরে ....

(ফৌজদারী আদালত)...

যেহেতু গ্রাম-আদালতের মতে এতদসংলগ্ন আবেদন সম্পর্কিত ব্যাপারে সুবিচারের উদ্দেশ্যে.............................. অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত; সেইহেতু আমরা এতদ্বারা মামলাটি আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আপনার আদালতে উহার বিচার ও নিস্পত্তি করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

তারিখ..............................

....
গ্রাম-আদালতের
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

সীলমোহর..........................

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
website: www.villagecourts.org